ইউনিট ১

শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পোদ্যোক্তা
(Entrepreneurship and Entrepreneur)

ভূমিকা (Introduction)

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পোদ্যোক্তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিল্পোদ্যোগই দেশের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ সঠিক এবং সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে। শিল্পোদ্যোক্তার আন্তরিক, সক্রিয় ও গঠনমূলক ভূমিকা গ্রহন ও তা সুনিপুন ভাবে বাস্তবায়ন ছাড়া কোন দেশেরই সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। এ কারনেই অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের ব্যবসায় শিক্ষা পাঠ্য সূচিতে শিল্পোদ্যোগ বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই ইউনিটে শিল্পোদ্যোগ ও শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কি বোঝায়, ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ, শিল্প্যোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী, উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি এবং শিল্পোদ্যোক্তা সংক্রান্ত শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ঃ ১ শিল্পোদ্যোগ, শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ। (Definition, Historical Evolution of Entrepreneurship and Entrepreneur)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা (Definition of Entrepreneurship and Entrepreneur)

শিল্পোদ্যোগ এবং শিল্পোদ্যোক্তা শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তাই এদুটি শব্দকেই আমাদের একত্রে জানার চেষ্টা করতে হবে। ফরাসী শব্দ Entreprendre হতে Entrpreneur শব্দটি এসেছে। যার আভিধানিক অর্থ হলো To undertake বা কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহন করা। Entrpreneur শব্দটির বাংলা অর্থ হলো শিল্পোদ্যোক্তা। অপর দিকে, শিল্পোদ্যোক্তার শিল্প-উদ্যোগ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলীর সমষ্টিই হলো শিল্পোদ্যোগ বা Entrepreneurship.

আমরা প্রথমেই শিল্পোদ্যোগ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবো। এক কথায় শিল্পোদ্যোগ বলতে আমরা কোন শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন এবং তা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বুঝে থাকি। ব্যাপক অর্থে পরিবেশ সংক্রান্ত সকল সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনা ও পূর্বানুমানের আলোকে পণ্য,সেবা, ধারণা উন্নয়নের জন্য প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ইহার বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদসমূহ সদ্ব্যবহারের জন্য ঝুঁকি গ্রহণসহ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রমের সমষ্টিকেই আমরা শিল্পোদ্যোগ বলবো।

শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত আপনার জ্ঞানের প্রসারতার জন্য নিম্নে ক'জন বিশেষব্যক্তির কয়েক'টি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলোঃ- **জোসেফ এ.সুমপিটার** বলেন, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং প্রনালীবদ্ধ উদ্ভাবনের উপরই শিল্পোদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুধুমাত্র স্বাধীন ব্যবসায়ীকে নয় বরং কোম্পানীর পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকদেরও সম্পৃক্ত করে, যারা প্রকৃত পক্ষে উদ্ভাবনী কার্যাবলী সম্পাদন করে।

নাথনিয়্যাল এইচ লিক বলেন, নতুন বাজার, পণ্যসামগ্রী এবং কৌশলের উদ্ভাবন, বিনিয়োগ এবং সম্প্রসারণের যোগ্যতাই হলো শিল্পোদ্যোগ।

ড. এ. আর খান বলেন, ঝুঁকি অনুমান সংক্রান্ত কাজ এবং শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলিকেই শিল্পোদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

উপরে যে সংজ্ঞাগুলো উল্লেখ করা হলো সেগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য

- পণ্য, সেবা বা ধারণার উদ্ভাবন,
- নতুন বাজার ও কৌশলের উন্নয়ন এবং
- সবল বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করন এর জন্য ব্যবসায় সংগঠন, পরিচালনা এবং ঝুঁকি গ্রহণ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রমের সমষ্টিই হলো শিল্পোদ্যোগ। যার নেতৃত্বে এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাকে বলা হয় শিল্পোদ্যোক্তা।

এবার আমরা শিল্পোদ্যোক্তার সংজ্ঞা জানার চেষ্টা করবো, আপনি জানেন আমাদের সময়, অর্থ এবং সামর্থ সীমিত। কিন্তু অভাব, প্রয়োজন এবং চাহিদা অপরিসীম। সীমিত সব কিছু দিয়ে অপরিসীমকে পরিপূরনের চেষ্টা থেকেই অর্থনৈতিক কার্যক্রমের শুরু। সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উদ্ভাবন, পরিকল্পনা, গতিশীলতা এবং সার্থক বাস্তবায়নের রুপকারই হলো শিল্পোদ্যোক্তা। এক কথায় যিনি পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনিই শিল্পোদ্যোক্তা।

ওয়েরস্টার অভিধানের আলোকে শিল্পোদ্যোক্তা হলেন, "অর্থনৈতিক কার্যাবলির সংগঠক, যিনি সংগঠিত করেন, মালিকানা সংরক্ষণ করেন এবং ব্যবসায়িক ঝুঁকি গ্রহন করেন।"

রিচার্ড ক্যানটিলন এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা একজন প্রতিনিধি, যিনি উৎপাদনের উপকরণ সমূহ নির্ধারিত মূল্যে ক্রয় করে তার সমন্বয়ে পণ্য তৈরি করেন ভবিষ্যতের অনিশ্চিত মূল্যে বিক্রির জন্য।

জোসেফ এ. স্যুমপিটার এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা একজন উদ্ভাবক, যিনি তার সৃজনশীল প্রয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেন এবং উন্নয়নে গতিশীলতা সঞ্চার করেন।"

জে.সি.সে বলেন, "শিল্পোদ্যোক্তা এমন এক ব্যক্তি যিনি অন্যের ভূমি, শ্রম ও মূলধনের সমন্বয়ে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে মূলধনের সুদ, ভূমির ভাড়া, শ্রমের মজুরী প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট অংশই তার মুনাফা।"

জে.এম. মিলস বলেন, "শিল্পোদ্যোক্তা একজন সংগঠক, তিনি পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্বাবধায়ন ও ঝুঁকি বহন করেন এবং বিনিময়ে মেধাপূর্ণ কাজের পুরস্কার পেয়ে থাকেন।"

আর.আই রবিনসন এর মতে, "শিল্পোদ্যোক্তা হলেন এমন একজন মানুষ, যিনি নিজ উদ্ভাবনী কাজ ও প্রেরনার দ্বারা একটি ছোট প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে আসেন।"

উপরোক্ত আলোচিত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি শিল্পোদ্যোক্তা হলেন,

- কর্মক্ষম, সৃজনশীল, উদ্ভাবনী শক্তিও ঝুঁকি গ্রহনে সক্ষম একজন মানুষ,
- যিনি নিত্য নতুন পণ্য, ধারণা, সেবা, কৌশল ও বাজার উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন,
- নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শ্রম, মূলধন ও কাঁচামাল সংগ্রহ করেন এবং
- সর্বোপরি মূনাফা তথা সাফল্য অর্জনের আশায় প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত ও অবস্তুগত সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ (Historical Evolution)

ফরাসী শব্দ Entreprendre থেকে Entrpreneur শব্দটি এসেছে, যার আভিধানিক অর্থ হলো To undertake কোন কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করা। Entrepreneur শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ হলো শিল্পোদ্যোক্তা। ১৭০০ শতকে উদ্যোক্তা শব্দটি দ্বারা গণপূর্তের (public works) স্থাপিত ও ঠিকাদারকে বুঝানে হতো যারা রাস্তা, সেতু, কালভার্ট, বন্দর ও দালানকোঠা তৈরি করতো।

পরবর্তী পর্যায়ে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পোদ্যোগের ব্যবহার ও অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ বিষয়ে মানুষের আগ্রহ, ইচ্ছা ও কৌতুহল বেড়েছে। বিভিন্ন যুগের উন্নয়ন পেরিয়ে শিল্পোদ্যোগ ধারণা আজ সুসংবদ্ধ। নিম্নে শিল্পোদ্যোগ ধারণাটির যুগভিত্তিক ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করা হলো ঃ-

(ক) প্রাচীন যুগ (Ancient period) **:** এসময় শিল্পোদ্যোগ ধারণাটির ব্যবহার সীমিত ছিল। এ সময়ের সফল শিল্পোদ্যোক্তা ছিলেন মার্কো পোলো । তিনি দূরদূরান্তের বাণিজ্য পথ অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মধ্যস্থকারী হিসেবে অধিক সুদে ঋণ গ্রহণ করে উৎপাদনের জন্য দূর-দূরান্তে বিক্রির ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ে ছিলেন এবং ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

খ) মধ্যযুগ (Middle Age) **:**এসময় শিল্পোদ্যোক্তা বলতে কোন সরকার নিযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প পরিচালককে বুঝানো হতো। তিনি প্রতিষ্ঠানের শুধু উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতেন। প্রতিষ্ঠানের কোন ঝুঁকি বহন করতেন না। আবার বড় বড় স্থাপত্য নির্মান কাজে ব্যবস্থাপনার সাথে ব্যক্তিদেরও উদ্যোক্তা হিসেবে গণ্য করা হতো।

মধ্যযুগেই পারস্পরিক লেনদেন নিষ্পত্তির মাধ্যম হিসেবে ধাতব মুদ্রার প্রচলন হয়, উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষায়নের জন্য শ্রম বিভাজোনের প্রচলন হয় এবং ব্যবসায়-বানিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। নতুন নতুন শিল্প পণ্য উৎপাদিত হয়, বাজার সম্প্রসারিত হয়। জলপথে নৌকা এবং স্থল পথে ঘোড়া চালিত যানের উদ্ভব হয়। ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বনিক সংঘ একমালিকানার পাশাপাশি অংশীদারী ব্যবসায়ের প্রচলন শুরু করে। অপর দিকে বৃহৎ রাষ্ট্রকর্তৃক উপনিবেশ সৃষ্টির উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে মধ্যযুগে শিল্পোদ্যোগ ধারনাটির ব্যবহার ও পরিচিতি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) আধুনিক যুগ (Modern Age) **:** সপ্তদশ শতাব্দি থেকে আধুনিক যুগের সূত্রপাত। নিম্নে আধুনিক যুগের শিল্পোদ্যোগ ধারনার ক্রমবিকাশ শতাব্দি ভিত্তিক আলোচনা করা হলো ঃ-

(১) সপ্তদশ শতাব্দী (7th Century) **:** সপ্তদশ শতাব্দী শিল্পোদ্যোগের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ শতাব্দীতেই শিল্পোদ্যোগ ধারনার সূচনা হয় এবং এর সাথে ঝুঁকি বিষয়টির সমন্বয় ঘটে। এসময়ে শিল্পোদ্যোগ বলতে বুঝানো হয এমন ব্যক্তিকে যিনি সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পন্য ও সেবা উৎপাদন ও বন্টন করতেন এবং চুক্তির শর্তানুযায়ী নির্ধারিত মূল্যে পণ্য, সেবা সরবরাহ থেকে সৃষ্ট লাভ বা ক্ষতি ভোগ করতেন। যেমন ফরাসী নাগরিক John Law তিনি সরকারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে "রয়্যাল ব্যাংক" প্রতিষ্ঠা করেন। রিচার্ড ক্যানটিলন ১৭২৫ সনে শিল্প উদ্যোক্তার উপর সর্বপ্রথম একটি তত্বের উদ্ভব করেন। এজন্য তাকে শিল্প উদ্যোগ ধারনার প্রতিষ্ঠাতা বলে মনে করা হয়।

(২) অষ্টাদশ শতাব্দী (18th Century) **:** এই শতাব্দীতে মূলধন প্রত্যাশিত ব্যক্তি থেকে মূলধন সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে অর্থাৎ শিল্পোদ্যোক্তা থেকে পুঁজি সরবরাহকারীকে পৃথক করা হয়। এসময়ে প্রযুক্তিগত ধারনার উন্নয়নে এলি হুইটনি (Eli whitney) এবং টমাস এডিসন (Tomas Edision) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা বিভিন্ন উৎস থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে প্রকল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করেন। এ শতাব্দীতে নতুন প্রযুক্তি, পণ্য ও ধারনার উদ্ভাবক, উৎপাদক, প্রতিষ্ঠানের সংগঠক, পুজির সংগ্রাহক ও ব্যবহারকারীক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগঠক, পুজির সংগ্রাহক ও ব্যবহারকারীকে শিল্পোদ্যোক্তা মনে করা হতো। এর ফলে শিল্প-উদ্যোক্তার ধারণাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

(৩) উনবিংশ শতাব্দী (19th Century) **:** এই শতকে Richard T. Ely এবং Ralph H Hess এর উদ্যোগ বিশেষে ভূমিকা রাখে। তারা বলেন যে, ব্যক্তিগত লাভের আশায় শিল্পোদ্যোক্তা একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন এবং পরিচালনা করেন। এজন্য তিনি ব্যবসায়ে ব্যবহৃত কাঁচামাল, ভূমি, শ্রম ও পুঁজির পারিশ্রমিক প্রদান করেন। প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সংগঠন এবং পরিচালনায় শিল্পোদ্যোক্তা স্বীয় উদ্যোগ, নিপুনতা ও বিশ্বস্থতা প্রয়োগ করেন। এছাড়া তিনি অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অনিয়ন্ত্রনমূলক পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট লাভ বা ক্ষতির দায়িত্ব গ্রহন করেন। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সকল আয় থেকে সকল ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট টাকা নিজের বলে গ্রহন করেন। এ শতকের শেষ দিকে ব্যবস্থাপক ও শিল্পোদ্যোক্তাকে পার্থক্য না করে বরং সমার্থক হিসেবে বিবেচনা শুরু করা হয়।

(৪) বিংশ শতাব্দী (20th Century) **:** বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিখ্যাত অর্থনীতিবীদ জোসেফ এ.সুমপিটার শিল্পোদ্যোগ ধারনাটি ব্যাপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন করেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্বকে স্বীকার করেন। সুমপিটার বলেন যে, শিল্পোদ্যোক্তা একজন উদ্ভাবক, যিনি তার সৃজনশীলতার প্রয়াস দ্বারা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদেন এবং উন্নয়নে গতিশীলতা সঞ্চার করেন। নতুন পণ্য, ধারনা, সেবা উদ্ভাবন, উৎপাদনের নতুন পদ্ধতির প্রচলন, নতুন বাজার সৃষ্টি, কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান করেন; নতুন সংগঠন সৃষ্টি ইত্যাদিই হলো শিল্পোদ্যোক্তার উদ্ভাবনমূলক কাজ। সুমপিটার আবিস্কারক ওউদ্ভাবনকারীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি বলেন আবিষ্কারক সম্পূর্ণ নতুন ধারনার সৃষ্টি করেন এবং সৃষ্ট ধারনার বাস্তব রুপকার করেন উদ্ভাবনকারী। অপর দিকে শিল্পোদ্যোক্তাকে ব্যবস্থাপক থেকে পৃথক করতে যেতে তিনি বলেন ব্যবস্থাপক সংগঠনের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারক করেন এবং শিল্পোদ্যোক্তা উৎপাদনের উপকরণগুলো সংমিশ্রনের মাধ্যমে নতুন ধারনা, পণ্য, সেবা এবং বাজার সৃষ্টি করেন।

শিল্পোদ্যোক্তার উন্মেষ, বিকাশ ও উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার ভূমিকার উপর আধুনিক আচরণ বিজ্ঞানী এবং সমাজতত্ববিদগণ মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক তত্ত্বের উদ্ভাবন করছেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পোদ্যোক্তার গুরুত্ব ও স্বীকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার আলোচনা, শিক্ষন প্রশিক্ষণ গবেষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ফল স্বরুপ শিল্পোদ্যোক্তাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। ভোক্তার রুচি, অভ্যাস ও পরিবর্তনশীল চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিল্পোদ্যোক্তাগণ নিত্য নতুন পণ্য, সেবা, ধারনা উন্নয়ন করছেন, বাজার সৃষ্টি করছেন, নতুন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করছেন, বিকল্প কাঁচামাল ব্যবহার ও কাঁচামালের নতুন উৎসের সন্ধান করছেন, নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছেন এবং মূনাফার আশায় ঝুঁকি নিয়ে উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। ফলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে।

আশা করা যাচ্ছে অদুর ভবিষ্যতে শিল্পোদ্যোগ ধারনাটির ব্যবহার, পরিধি এবং গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

পাঠ সংক্ষেপ

শিল্পোদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি অর্থনৈতিক কার্যাবলির সংগঠক, পরিচালক, নিয়ন্ত্রক এবং যিনি একাই ঝুকি গ্রহণ করেন। বিভিন্ন যুগ অতিক্রম করে বর্তমানে শিল্পোদ্যোগ ধারনাটি ব্যপক বিস্তার লাভ করেছে। ভবিষ্যতে শিল্পোদ্যোগ ধারনাটির ব্যবহার, পরিধি ও গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শিল্পোদ্যোগ বলতে কি বোঝেন ? ব্যাখ্যা করুন।

২। শিল্পোদ্যোক্তা কাকে বলে ? নিজের ভাষায় লিখুন।

৩। শিল্পোদ্যোগের ঐতিহাসিক ক্রমাবিকাশ যুগভিত্তিক বর্ণনা করুন।

পাঠ-২ ঃ শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য ও গুনাবলী (Features and Qualities of Entrepreneur)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোক্তার গুনাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্য (Features of Entrepreneur)

আপনি জানেন শিল্পোদ্যোক্তা এমন একজন ব্যক্তি যিনি একাই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন করেন এবং ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি বহন করেন। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প উদ্দ্যোক্তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিল্পমনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের গবেষণা প্রবন্ধ ও লেখনীয় মাধ্যম শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যকে বিভিন্নভাবে শ্রেনীবিন্যাস্ত করেছেন যা নিম্নরুপ ঃ-

১। মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য,

২। অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য,

৩। সামাজিক বৈশিষ্ট্য,

৪। সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো ঃ-

১। **মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ-** একজন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে যে সকল মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তার মধ্যে রয়েছে সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা, ক্ষমতার মোহ, ঝুঁকি গ্রহনের ইচ্ছা, দূরদৃষ্টি, সৃজনশীলতা, অধ্যবসায়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা, উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তি, অদম্য স্পৃহা, প্ররোচিত করার ক্ষমতা, আশাবাদিতা, স্বাধীনতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন ক্ষমতা।

২। **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যঃ-** অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, সাংগঠনিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা, মূলধন যোগান ও ব্যবহার ক্ষমতা, প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা, সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার।

৩। **সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ** একজন শিল্পোদ্যোক্তার সামাজিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে গতিশীল নেতৃত্ব, পৈত্রিক গুনাবলীর প্রতিফলন, সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, বংশ ও পারিবারিক মর্যাদা।

৪। **সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঃ-** সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে, বয়স ও শিক্ষগত যোগ্যতা, বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা, সততা ও সরলতা, ভুল বুঝার ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সময়জ্ঞান ও সময় প্রদান, আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব, কৌশলী, ত্যাগী মনোভাব।

নিম্নে শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যাবলী বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হলো ঃ-

(ক) মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য ঃ একজন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে যে সমস্ত মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য করতে হয় তা নিম্নরূপ :

১। **সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা ঃ-** শিল্প উদ্যোক্তার মনে ভবিষ্যৎ সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা থাকে, যা তাকে স্বীয় কার্য অত্যন্ত আস্থা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদনে অনুপ্রানিত করে।

২। **ক্ষমতার মোহ ঃ–** ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ এবং শিল্পস্থাপনের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ যাদের ক্ষমতার প্রতি আগ্রহ বেশি, তারাই শিল্প উদ্যোক্তা হয়ে থাকে। শিল্পোদ্যোক্তাগণ সাফল্য অর্জনের জন্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং অন্যের উপর অধিপত্য বিস্তার করার প্রয়াস চালায় ।

৩। **ঝুঁকি গ্রহনের ইচ্ছা ঃ-** ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া মুনাফা আশা করা যায় না। বেশি মূনাফার আশায় শিল্প উদ্যোক্তাগণ ঝুঁকির সাথে নতুন পণ্য, সেবা ও ধারণা উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে থাকেন। ফলে তাদের সাফল্য বেশি হয়।

৪। **দূরদৃষ্টি** ঃ- ক্রেতাদের রুচি, অভ্যাস, পছন্দ ভবিষ্যৎ সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে শিল্পোদ্যোক্তাকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। যিনি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যতো অগ্রিম ধারণা করতে পারবেন; দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন, তার সাফল্য ততো বেশি হয়ে থাকে।

৫। **সৃজনশীলতা** ঃ- সৃজনশীলতাটি হলো নতুন কিছু সৃষ্টি করা যা সমাজ ও সমাজের মানুষের কাজে লাগে। শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে ভোক্তাদের চাহিদা এবং তা পূরনের পন্থা সম্পর্কে মৌলিক চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে এবং এ সম্পর্কে সৃজনশীল হতে হবে। ভবিষ্যতের প্রয়োজনের আলোকে নতুন পণ্য, সেবা উৎপাদন করতে হবে, নতুন কৌশল, পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে, নতুন কাঁচামালের উৎসের সন্ধান করতে হবে। নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোক্তাকে সৃজনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

৬। **অধ্যবসায়** ঃ- সাফল্যের পূর্বশর্তই হলো অধ্যবসায়। উদ্যোক্তাকে গতানুগতিক মত ও পথ পরিহার করে নতুন চিন্তা-ধারার বিকাশ ঘটাতে হবে। এজন্য প্রয়োজন অধ্যবসায়, যা তাকে বন্ধুর পথেও সাফল্যের আলো দেখাবে।

৭। **প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তার কাজ খুবই কঠিন, কষ্টকর ও চ্যালেঞ্জিং। তাই সাফল্য না আশা পর্যন্ত তাকে তার লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থেকে কাজ করে যেতে হবে।

৮। **উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তি** ঃ- প্রয়োজন ও পরিস্থিতি মোকাবেলায় দ্রুততার সাথে, স্বাধীনভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ন এবং বাস্তবায়নই উদ্যম। উদ্যম কাজে লাগানোর জন্য চাই উদ্ভাবনী শক্তি। শিল্পোদ্যেক্তার উদ্যম ও উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নতুন প্রক্রিয়া, প্রযুক্তি ও পণ্য সৃষ্টিতে, কাঁচামালের নতুন উৎস ও বিকল্প কাঁচামাল ব্যবহারে এবং উৎপাদিত পণ্য ও সেবার নতুন বাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট থাকেন।

৯। **অদম্য স্পৃহা** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তা তার পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কঠোর, আপোষহীন এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যত সমস্যা, প্রতিবন্ধকতা আসুক না কেন তা সুচারুরূপে বিচার-বিশ্লেষণ করেন এবং প্রতিবন্ধকতা দূরের প্রতি অদম্য মনোভাব পোষন করেন।

১০। **প্ররোচিত করার ক্ষমতা** ঃ- প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে শিল্পোদ্যোক্তা তার মোহনীয় স্বভাব, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, আন্তরিকতা, দৃঢ়তা এবং কলা-কৌশলের দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে প্ররোচিত করতে সক্ষম হন। ফলে সহজেই তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে।

১১। **আশাবাদিতা** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তা সকল সময় ভবিষ্যতের নতুন পরিকল্পনা, নতুন পণ্য ও সেবা, নতুন ক্রেতা ও বাজার, নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি নিয়ে এবং সকল ক্ষেত্রে সফলতার বিষয়ে আশাবাদী থাকেন। এ সকল বিষয়ের সাফল্য অর্জন সুনিশ্চিত করনের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত রাখেন।

১২। **স্বাধীনতা** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তার চিন্তা ও কর্মে স্বাধীন থাকতে হবে। স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তা-চেতনা থেকেই সৃষ্টিশীলতার সৃষ্টি হয়। পরনির্ভরশীল এবং অপরের নিয়ন্ত্রণে থেকে কখনো শিল্পোদ্যোক্তা হওয়া যায় না।

১৩। **দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা** ঃ- ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, প্রয়োজন, পরিবেশ এবং পরিস্থিতি সব সময়ই পরিবর্তনশীল। তাই এ সকল বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে তাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকতে হবে।

(খ) **অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তার অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ-

১। **সাংগঠনিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা** ঃ- সংগঠন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্তউদ্যোক্তার সাংগঠনকি ও পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি থাকতে হবে। যদি সাংগঠনিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা না থাকে তাহলে তার সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

২। **মূলধন যোগান ও ব্যবহার ক্ষমতা** ঃ- শিল্প ব্যবসায়ের প্রয়োজনে কখন, কি পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হবে, তা কিরূপে যোগান দেয়া হবে এবং সংগৃহীত অর্থ কিরূপে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করা হবে ইত্যাদি বিষয়ে তার বাস্তব জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা থাকতে হবে। তবেই তিনি সফল হতে পারবেন।

৩। **প্রযুক্তিতে অভিজ্ঞতা** ঃ- পণ্য ও সেবার উৎপাদন ও বন্টন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সর্বশেষ অবস্থা পর্যন্ত শিল্পোদ্যোক্তার বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবেই তিনি প্রতিযোগীর তুলনায় ভাল গুন ও মানের পণ্য ও সেবা স্বল্পমূল্য সরবরাহ করে বাজার দখলে রাখতে পারবেন।

৪। **সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার** ঃ- প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত ও দীর্ঘস্থায়ী করার সকল গুন ও যোগ্যতা শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে থাকতে হবে।

৫। **ফলাবর্তন ও ফলাফল পর্যালোচনা ঃ-** গৃহীত সিদ্ধান্ত কতটুকু বাস্তবায়িত হলো, তার ফলাফল কি, কোথাও কোন ভুল-ত্রুটি হয়েছে কি না এবং হয়ে থাকলে তার সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বশেষ তথ্য প্রাপ্তি বিষয়ে শিল্পোদ্যোক্তা প্রতিনিয়ত সজাগ ও সচেষ্ট থাকেন। এ সম্পর্কিত প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকেই তিনি দ্রুততার সাথে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকেন।

(গ) **সামাজিক বৈশিষ্ট্য ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তা মানুষ হিসেবে সামাজিক জীব এবং তার শিল্প প্রতিষ্ঠানও সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানে তাকে মানবীয় সম্পদ দিয়ে অন্যান্য সকল সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। তাই শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো ঃ-

১। **গতিশীল নেতৃত্ব ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তা শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা, নেতা, ধারক ও বাহক। স্বীয় উদ্দেশ্য অর্জনে তাকে সকল মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এজন্য তাকে গতিশীল নেতৃত্বের অধিকারী হতে হয়।

২। **পৈত্রিক গুনাবলীর প্রতিফলন ঃ-** পৈত্রিক গুনাবলী শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। পরিবারে সন্তান পালন, সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার আচরণ এবং পরিবারে শিল্প উদ্যোগ গ্রহণের ঐহিত্য বা ধারা থাকলে ঐ পরিবারের সন্তানদের মধ্যে শিল্পদ্যোগী হবার সম্ভাবনা বেশী থাকে এবং এক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের সম্ভাবনাও বেশী দেখা যায়।

৩। **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উদ্যোগ ঃ-** সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান এবং তাদের কার্যক্রম শিল্পোদ্যোগ উন্নয়ন ও সফলতার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ আধুনিক ও উদার হয় এবং শিল্পোদ্যোক্তা এক্ষেত্রে তার কাজের স্বীকৃতি ও মূল্য পায় তাহলে সে আরো বেশী গতিশীল হয়, নতুন উদ্যমে শিল্পের জন্য কাজ করে।

৪। **বংশ ও পারিবারিক মর্যাদা ঃ-** বংশ পরিচিতি ও পারিবারিক মর্যাদা শিল্পোদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বৈশিষ্ট্য। যদি তার বংশ ও পারিবারিক মর্যাদা ভালো হয়। স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শিল্পোদ্যোক্তা হিসেবেও তার সাফল্য নিশ্চিত হয়।

(ঘ) **সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ঃ-** একজন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে সাধারণ বা ব্যক্তিগত অনেক বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো ঃ-

১। **বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ-** উদ্যোক্তায় শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করার মত বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতে হবে। শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৫০ বৎসর বয়সই হলো সর্বোত্তম। অপর দিকে শিল্প ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রাখার জন্য ব্যবসায় বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যেমন-বিবিএস, বিবিএ, এমবিএ ইত্যাদি ডিগ্রী খুবই সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে।

২। **বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতা ঃ-** সীমিতি সম্পদ ও সামর্থ্যের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ে টিকে থাকার জন্য প্রতিনিয়তই তাকে নতুন পণ্য, ধারনা, সেবা তৈরী ও সরবরাহের প্রতি বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে।

৩। **সততা ও সরলতা ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তা শিল্পের নেতা, কর্ণধার। তাকে সব সময়ই তার কথা, চিন্তা ও কাজে সহজ, সরল, সৎ এবং আন্তরিক হতে হবে। এগুলোর মাধ্যমে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ নেতৃত্ব দিয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যপানে পরিচালনা করতে হবে।

৪। **ভুল বুঝার ক্ষমতা ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তাকে সব সময়ই আত্মসমালোচনা ও অন্যের গঠনমূলক সমালোচনাকে গ্রহণের মাধ্যমে স্বীয় কার্যক্রমে ভুল বুঝার ক্ষমতা থাকতে হবে। অপরদিকে কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকলে তা দ্রুতগতিতে সংশোধনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৫। **ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ঃ-** পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, পরিস্থিতি, প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা, ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, পছন্দ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে মিল রেখে পণ্য, সেবা, ধারণা উন্নয়নে এবং বিপণনে তাকে সব সময়ই অত্যন্ত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে।

৬। **সময় জ্ঞান ও সময় প্রদান ঃ-** সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপরই শিল্পোদ্যোক্তার সাফল্য নির্ভর করে। তাই প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে তাকে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং এজন্য প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট সময় দিতে হবে। অন্যথায় কোন কিছুই করা সম্ভব হবে না।

৭। **আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ঃ-** উদ্যোক্তা যেহেতু প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও বস্তুগত সকল সম্পদের নেতৃত্ব প্রদান করেন, তাই তাকে আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। তবেই তার পক্ষে মানবীয় সম্পদের মাধ্যমে সকল সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৮। **কৌশল ঃ-** সীমিত সময় ও সামর্থ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ সাফল্য নিশ্চিতের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে কৌশলী হতে হবে। তবেই সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে পূর্ণ নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা যাবে।

৯। **ত্যাগী মনোভাব ঃ-** শিল্প ও ব্যবসায়ের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা অর্জন হলেও প্রয়োজনে এবং ক্ষেত্র বিশেষে জাতীয় স্বার্থে তাকে ত্যাগের মনোভাবের পরিচয় দিতে হবে।

শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যগুলোকে আমরা এতক্ষণে চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করলাম। বৈশিষ্ট্যগুলো কোন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে কার্যক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই সফল হবেন বলে আমরা আশা করতে পারি।

শিল্পোদ্যোক্তার গুনাবলি (Qualities of Entrepreneur)

শিল্পোদ্যোক্তার বৈশিষ্ট্যবলী আলোচনা থেকে আপনি তাঁর গুনাবলী সম্পর্কে কিছুটা ধারনা লাভ করতে পারবেন। শিল্পোদ্যোক্তাদের জীবন, ইতিহাস পর্যালোচনার আলোকে একজন সফল শিল্পোদ্যোক্তার যে সকল গুনাবলি লক্ষ্য করা যায়, তা নিম্নে ঃ-

১। **সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খা ঃ-** এটি শিল্পোদ্যোক্তার প্রথম এবং এক প্রধান গুন। সাফল্য অর্জনের আশা আকাঙ্খা ছাড়া কেউ কখনো কোন কিছু করতে পাবে না। সাফল্য অর্জনের তীব্র আকাঙ্খার কারণেই উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে ব্রতী হয়, পরিশ্রম করে এবং চ্যালেঞ্জ গ্রহন করে।

২। **দূরদর্শিতা ঃ-** ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় পণ্য চাহিদা, বাজার, নতুন পণ্য, ধারণা, প্রতিযোগীতা, পণ্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্বেই তাকে পূর্বানুমান বা অনুমান করার গুন থাকতে হবে। ফলে তিনি পরবর্তী পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করতে পারবেন যা তার সাফল্য নিশ্চিত করবে।

৩। **উদ্ভাবনী শক্তি ঃ-** ভবিষ্যৎ বাজার, চাহিদা, ক্রেতার রুচি অভ্যাস ইত্যাদি পরির্তনশীল। এই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে খাপ ও খাওয়ানোর বিধনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে সৃজনশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা নিত্য নতুন পণ্য, সেবা, ধারণা উন্নয়ন করতে হবে, নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি উন্নয়ন করতে হবে, কাঁচামালেন বিকল্প উৎস সন্ধান করতে হবে, অর্থের উৎস সন্ধান করতে হবে। ফলে প্রতিযোগীর পূর্বেই ক্রেতার চাহিদা পরিপূরণ করে কাঙ্গিত সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।

৪। **শারীরিক ও মানসিক শক্তি ঃ-** শিল্প ও ব্যবসায়ের সাফল্য অর্জনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে অনেক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়। তাই তাকে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে এবং তা সর্বোচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের চিন্তা করতে হবে।

৫। **সাংগঠনিক যোগ্যতা ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তা একজন সংগঠক। প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাকে উৎপাদনের সকল উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। তাকে অবশ্যই সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিক ব্যক্তি ও সম্পত্তি দ্বারা সঠিক ভাবে সম্পাদন নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তার মধ্যে যথেষ্ট সাংগঠনিক যোগ্যতা থাকতে হবে।

৬। **ঝুঁকি গ্রহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা ঃ-** অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়েই উদ্যোক্তাকে সব সময় কাজ করতে হয়। এই কাজের সাথে রয়েছে যথেষ্ট ঝুঁকি। আবার ঝুঁকি গ্রহন ছাড়া সাফল্য অর্জনও সম্ভব নয়। তাই তাকে ঝুঁকি পরিমাপসহ ঝুঁকি গ্রহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা থাকতে হবে।

৭। **ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা ঃ-** বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। প্রতিযোগিতা ছাড়া কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই গঠন ও পরিচালনা করা যায় না ও সাফল্যও অর্জন করা যায় না। তাই শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচলানয় তাকে অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল হতে হবে। সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। তবেই তিনি সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে সাফল্য নিশ্চিত করতে পারবেন।

৮। **ধারনার সুস্পষ্টতা ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তা ভবিষ্যতে কি করতে চান। কিভাবে করতে যান, এক্ষেত্রে তার সুবিধা কি, সম্ভাব্য অসুবিধা কি, অসুবিধাগুলো কিরুপে দূর করা যাবে ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অধিকারী হতে হবে। অন্যথায় তিনি লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হবেন।

৯। **বুদ্ধিমত্তা ঃ-** ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা, প্রতিকুলতা, প্রতিবন্ধকতা নিত্য নৈমত্তিক বিষয়। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকে সজাগ ও সতর্ক থাকতে হবে। স্বীয় বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগে উৎসাহী হতে হবে।

১০। **নেতৃত্বের যোগ্যতা ঃ-** শিল্প উদ্যোক্তা একজন সংগঠক, একজন নেতা। তিনি প্রতিষ্ঠানের সকল বস্তুগত সম্পদকে মানবীয় সম্পদের মাধ্যমে সংগঠন, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেন। এজন্য নেতৃত্বের যোগ্যতা ও গুনাবলী থাকতে হবে।

১১। **সততা ও বিশ্বস্ততা ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তাকে কথা, কাজ, আচরণ, নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে। ফলে প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে নিয়ম শৃঙ্গলা অনুসৃত হবে।

১২। **শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ঃ-** বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ ও মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনার জন্য শিল্পোদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞাতা থাকতে হবে।

১৩। **আগ্রহ ও ঐক্যঃ-** শিল্পোদ্যোক্তকে স্বীয় কাজের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা থাকতে হবে। অপরাপর কাজকে রেখে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক হতে হবে। সর্বোচ্চ স্তরে স্থান দিতে হবে।

১৪। **চারিত্রিক আত্মবিশ্বাস ঃ-** ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গঠন, পরিচালনা, নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রনে প্রচুর উৎসাহ, উদ্যম ও আন্তরিকতার প্রয়োজন হয়। এজন্য প্রয়োজন তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস। অন্যথায় সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

১৫। **অনুপ্রানিত করার ক্ষমতা ঃ-** সকল উদ্যোক্তাকে অন্যকে দিয়ে অর্থাৎ মানবীয় সম্পদরে মাধ্যমে সকল বস্তুগত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য ব্যবসায়ে নিয়োজিত সকল স্তরের সকল কর্মিকে অনুপ্রানিত করতে হয়, তাকে মিশুক হতে হয়, উত্তম ব্যবহার করতে হয়, আন্তরিক হতে হয়। তবেই সকলে অনুপ্রানিত হয়ে লক্ষ্য পানে কাজ করে থাকে।

১৬। **সহায়ানুবর্তিতা ঃ-** সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের উপরই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। তাই সময়ানুবর্তিতার প্রতি তাকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

১৭। **সুযোগের সদ্ব্যবহার ঃ-** ব্যবসায়ে সুযোগ বার-বার আসে না। তাই যখন যে সুযোগ আসবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহারেই তাকে উদ্যোগী হতে হবে।

১৮। **সুকৌশলী ঃ-** সীমিত সময় ও সামর্থ্যের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যম লক্ষ্য অর্জনের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে সুকৌশলী হতে হবে। তবেই সকল বাধা- বিপত্তি অতিক্রম করে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা যাবে।

১৯। **আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ঃ-** উদ্যোক্তাকে আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হবে। কথা, কাজ, আচরনে তাকে মার্জিত, ভদ্র, বিনয়ী হতে হবে। তবেই সন্তুষ্ট চিত্তে সর্বস্তরে তার গ্রহন যোগ্যতা নিশ্চিত হবে, তার কাজ ও নির্দেশ সকলে মেনে চলবে।

২০। **ফলাবর্তন মূল্যায়ন ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তাকে তার প্রতিটি সিদ্ধান্তের ফলাবর্তন থেকে প্রাপ্ত ফলাফল তাকে মূল্যায়ন করে দেখার গুনসহ কোন সমস্যা থাকলে তা সমাধানের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহনের যোগ্যতাও থাকতে হবে।

এ সকল গুনাবলী কোন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে থাকলে আমরা আশা করতে পারি তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

সবশেষে আমরা বলতে পারি যে, একজন উদ্যোক্তার মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলি বিদ্যমান থাকলে নানান সমস্যার মাঝেও সে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পাঠ সংক্ষেপ

শিল্পেদ্যোক্তার অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যাকে বৃহদার্থে আমরা চারটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যথা ঃ- (ক) মনস্তাত্তিক বৈশিষ্ট্য, (খ) অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, (গ) সামাজিক বৈশিষ্ট্য, (ঘ) সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য।

এই চারটি দিকে একজন শিল্পোদ্যাক্তাকে বাস্তব জীবনে সফল ও সার্থক হতে হলে তার মধ্যে কিছু আবশ্যকীয় গুনাবলি থাকা প্রয়োজন। যার মধ্যে রয়েছে সাফল্য অর্জনে তীব্র থাকাবস্থায় দূরদর্শিতা, উদ্ভবনা শক্তি, শারীরিক ও মানসিক শক্তি, সাংগঠনিক যোগ্যতা, ঝুঁকি গ্রহনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, ধারণার স্পষ্টতা, বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের যোগ্যতা ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একজন শিল্পোদ্যোক্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রধানত কত ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি ?

২। শিল্পোদ্যোক্তার মনস্তাসিত্বক/সামাজিক/অর্থনৈতিক/ সাধারণ বা ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করুন।

৩। শিল্পোদ্যোক্তোর গুনাবলি ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৩ : উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলী এবং শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Functions of Entrepreneur in Developing Country & Necessity of Entrepreneurial Education)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলী (Functions of Entrepreneur in Developing Country)

একজন সফল উদ্যোক্তা তার শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে পরবর্তীকালে এর সাথে সম্পৃক্ত সকল ধারাবাহিক কার্যক্রম অত্যন্ত আস্থা, দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে থাকেন। এতে এক দিকে তার কার্য সম্পাদিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন হয়, সেই সাথে সার্বিকভাবে দেশের উন্নয়ন হয়। তাই উন্নয়নশীল দেশে একজন শিল্পোদ্যোক্তাকে অনেক কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে ঃ-

১। **পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা প্রণয়ন ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তার প্রথম এবং প্রধান কাজ হলো তার সৃজনশীল ও প্রগতিশীল মনের সাথে মিল রেখে ভবিষ্যতে ক্রেতার চাহিদা প্রয়োজন ও সম্ভাব্য বাজার সম্পর্কে ধারণা অনুমান করা। অনুমিত ধারণার আলোকে পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত বিষয়ে পূবার্নুমান ও পরিকল্পনা করা। পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা যতো ভাল হবে। পরবর্তী কার্যক্রমও ততো সফল হবার সম্ভাবনা থাকে।

২। **উদ্যোগ গ্রহণ ঃ-** পূর্বানুমান ও পরিকল্পনার আলোকে শিল্পোদ্যোক্তাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তাকে আভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবেশ, প্রতিষ্ঠানের মানবীয় ও অমানবীয় সম্পদের সামর্থ্য, সম্ভাবনা, ঝুঁকি, বাজার অবস্থান এবং প্রতিযোগীদের অবস্থান সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করতে হয়।

৩। **অর্থ সংস্থান ঃ-** উদ্যোক্তাকে জানতে হয় বর্তমানে কি পরিমান অর্থ তার রয়েছে এবং মোট প্রয়োজন কতো। অপর দিকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদে কি পরিমান অর্থ প্রয়োজন হবে এবং তা কোথা থেকে, কিরুপে সংগ্রহীত হবে। কেননা অর্থই সকল কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি। তাই প্রয়োজনীয় মূলধন, নিজস্ব তহবিল, ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহন করা হবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তাকে দক্ষতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

৪। **ঝুঁকি গ্রহণ ঃ-** একটি কথা রয়েছে No risk no gain অর্থাৎ ঝুঁকি নাই, সাফল্যও নাই। উদ্যোক্তার বর্তমান কাজের চেয়ে ভবিষ্যতের জন্য নতুন নতুন কাজ, পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি। মূলত ঝুঁকির মধ্য থেকেই তাকে চালিয়ে যেতে হয়। এজন্য তাকে ঝুঁকির পরিমান নির্ণয় এবং তা মোকাবেলায় অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়। তবে এ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে মনে রাখতে হবে যে, সর্বক্ষেত্রে পরিমিত ঝুঁকি গ্রহণ করাই শ্রেয়।

৫। **সাংগঠনিক কার্যাবলি সম্পাদন ঃ-** নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন ও বন্টনের জন্য তাকে এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত উৎপাদনের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ এবং সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য তাকে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো ও ধরণ নির্ণয় করে সে আলোকে কর্মী নির্বাচন, নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হয়, প্রতিস্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করতে হয়।

৬। **পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ঃ-** শিল্পোদ্যোক্তার সকল সৃজনশীল উদ্যোগ ও তা বাস্তবায়নের সফলতা নির্ভর করে দক্ষ পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উপর। প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য সম্পদকে মানবীয় সম্পদ দ্বারাই পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। তাই মানবীয় সম্পদের নিয়োগ, নির্দেশনা, নেতৃত্ব, প্রেষনা, সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কার্য সম্পাদনে শিল্পোদ্যোক্তাকে অত্যন্ত সুকৌশলী হতে হবে। তবেই প্রাতিষ্ঠানের সামাগ্রিক পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ ফলদায়ক হবে।

৭। **নতুন পণ্য, ধারনা ও সেবা উন্নয়ন ঃ-** ক্রেতাদের রুচি অভ্যাস, প্রয়োজন প্রভৃতি পরিবর্তনশীল। তাই এদিকে লক্ষ্য রেখে যাতে নিত্য নতুন ফ্যাশন ও বৈশিষ্ট্যের পণ্য, ধারনা ও সেবা যথাযথভাবে উৎপাদন ও বন্টনের বিষয়ে তাকে সদা সচেষ্ট থাকতে হয়, সম্ভাব্য সকল সুযোগ সুবিধা বিচার বিশ্লেষণ করে সর্বোত্তম ব্যবস্থা গ্রহন করতে হয়।

৮। **বিপনন কার্যাবলি সম্পাদন ঃ-** ক্রেতাদের চাহিদা ও প্রয়োজনের আলোকে শুধু পণ্য-সেবা উৎপাদন করলেই চলেনা, তা বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হয়, নির্ধারিত ও সম্ভাব্য ক্রেতাদের নিকট তা পৌছে দিতে হয়। এজন্য তাকে প্রতিনিয়ত

ক্রেতাদের পরিবর্তিত চাহিদার প্রতি, নতুন বাজারের প্রতি, প্রতিযোগীদের কার্যক্রমের প্রতি খেয়াল রেখে বিপনন সংক্রান্ন সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়।

৯। **সর্বোত্তম প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার** ঃ- বর্তমান যুগ প্রতিযোগিতার যুগ। তাই সকল শিল্পোদ্যোক্তাই ক্রেতাদের প্রয়োজন পূরণে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এক্ষেত্রে শিল্প-উদ্যোগ সর্বোত্তম পদ্ধতি, প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহার করতে হয় এবং উন্নতমান ও গুণের পণ্য, সেবা উৎপাদনের জন্য উন্নত কাঁচামালের ব্যবহার করতে হয়। তবেই প্রতিযোগীদের তুলনায় তার পণ্য ও সেবা বেশি চলবে, অবস্থান ভালো হবে এবং মুনাফা বেশি হবে।

১০। **যোগাযোগ এবং সম্পর্ক সৃষ্টি, রক্ষা ও উন্নয়ন** ঃ- প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে ক্রেতা ভোক্তা সরবাহকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, প্রতিযোগী, সরকার এবং প্রয়োজনে বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের উপর। তাই শিল্পোদ্যোক্তাকে তার প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অর্জনের জন্য উল্লিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক সৃষ্টি, সংরক্ষণ ও উন্নয়নের কাজটি তাকে অতি সতর্কতার সাথে সম্পাদন করতে হয়।

১১। **সুনিপুন অফিস কার্য সম্পাদন** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তার কার্যের দক্ষতা তার অফিস কার্য সম্পাদনের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কেননা অফিসেই সকল পক্ষের সাথে সকল যোগাযোগের মাধ্যম এবং প্রতিষ্ঠানের স্নায়ু কেন্দ্র। ফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট সুবিধাসহ একটি অফিস তাকে পরিচালনা করতে হয়। ফলে তার কাজের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি পায়।

১২। **ব্যাপক কর্মী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি** ঃ- উদ্যোক্তাদের কাজই হলো প্রয়োজনের আলোকে নিত্য নতুন প্রকৃতির অফিস ও শিল্প-কারখানা গড়ে তোলা। এসকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নতুন নতুন পদ সৃষ্টি হয়। এতে লোক নিয়োগের প্রয়োজন হয়। ফলে দেশে ব্যাপক কর্ম নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১৩। **সম্পদের সুষম বন্টন ও গতিশীলতা বৃদ্ধি** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তাগণ দেশের বিভিন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাদের এবং জাতীয়সম্পদের সুষম বন্টন ও ব্যবহার নিশ্চিত করে। উদ্যোক্তা দক্ষতার আলোকে কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন ও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে কর্মিদের কাজে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১৪। **অগ্র-পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠা** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তাগণ যখন তার শিল্পের সফলতা নিয়ে চিন্তা করে তখন তাঁরা এর সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলো খুঁজে বের করে এবং তা সমাধানের সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে অগ্রমূখী বা পশ্চাদমূখী শিল্প গঠন করতে হয়। উল্লেখ্য, পশ্চাদমূখী শিল্প এবং যদি দেখেন উৎপাদিত পণ্য বন্টন ও বিক্রিতে সমস্যা হচ্ছে তবে তা মিটানোর জন্য অগ্রমূখী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ফলে শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ দ্রুত হয়।

১৫। **আঞ্চলিক উন্নয়ন** ঃ- সরকারের কর অবকাশ, শিল্প নগর (বিসিক) সুবিধা গ্রহণের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাগণ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করেন। এতে করে দেশের সর্বএলাকায় আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয।

১৬। **বৈদেশিক বানিজ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি** ঃ- শিল্পোদ্যোক্তাগণ তাদের প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন চাহিদা পূরণ ছাড়াও বৈদেশিক চাহিদা পূরণের জন্য অনেক পণ্য দ্রব্য উৎপাদন ও বন্টন করেন। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে গতিশীলতা আসে এবং বেশী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

১৭। **জাতীয় আয় বৃদ্ধি** ঃ- শিল্পোদ্যোগের ফলে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে উন্নয়ন উৎপাদন ও বন্টন বৃদ্ধি পায়। এতে করে জাতীয আয় বৃদ্ধি পায়।

১৮। **জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন** ঃ- শিল্প উন্নয়নের ফলে মানুষের ভোগ-ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। একই দামে তা বা একাধিক গুণ ও মানের বিকল্প পণ্য ভোগ করতে পারে। ফলে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নত হয়।

এতক্ষণ একটি উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি আলোচনা করা হলো। এসকল কার্যাবলির দক্ষতার সাথে সম্পাদনের মাধ্যমে শিল্পোদ্যোক্তাগণ তাদের উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত বিকাশ এবং উন্নয়নে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Entrepreneurial Education)

শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ এবং তা সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত তত্ত্বগত শিক্ষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনেক। দেশে শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি ডেভিড সি. ম্যাকলেল্যান্ড (David c. Meclelland) বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার গুরুত্বকে আমরা নিম্নরুপে আলোচনা করতে পারি ঃ-

১। **শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত তাত্ত্বিকজ্ঞান অর্জন** ঃ- শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমে এ সংক্রান্ত বিষয়ে সকল প্রকার তাত্ত্বিকজ্ঞান অর্জন করা যায়। যেমন শিল্প উদ্যোগ কি, কিরুপে এর উন্মেষ ও বিকাশ ঘটেছে, শিল্পোদ্যোগে সংক্রান্ত

নীতিমালা, ধারণা, তত্ত্ব, কৌশল, কার্যাবলী ইত্যাদি কিরুপে শিল্পোদ্যোগ সফলতা ও ব্যর্থতা চেয়ে আনে এ সম্পর্কে সকল প্রকার তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করা যায়, যার আলোকে ভবিষ্যৎ কার্যপরিচালনা ফলদায়ক হয়।

২। **সফল শিল্পেদ্যোক্তা সৃষ্টি ঃ-** সফল, সার্থক ও যোগ্য শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টিতে শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কারণ শিল্পোদ্যোগ শিক্ষা থেকে তার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে, সৃজনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ কার্যের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা এবং এ সংক্রান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের সৃষ্টি হয়।

৩। **ব্যাপক কর্মী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি ঃ-** শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান শিল্পোদ্যোক্তাকে শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করে, যাতে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়, দেশের বেকার সমস্যা হ্রাস পায় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি সঞ্চারিত হয়।

৪। **শিল্পায়নের গতি বৃদ্ধি ঃ-** শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে সম্ভাব্য শিল্পোদ্যোক্তাগণ নতুন নতুন শিল্প-কর্ম অন্বেষনে বের হন, তাদের সুপ্ত সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। এতে দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের পরিমান বৃদ্ধি পায়।

৫। **শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জ্ঞান ঃ-** শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার ফলে একজন শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা সংগঠন, সমন্বয়সাধন, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত সকল নীতি, পলিসি, সিদ্ধান্ত গ্রহন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়। অর্থাৎ তিনি এসকল ক্ষেত্রে প্রতিটি কাজ সঠিক সময়ে, সঠিক ব্যক্তি দ্বারা, সঠিকভাবে সম্পাদন করাতে পারেন।

৬। **দ্রুত সমস্যার সমাধান ঃ-** শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত জ্ঞানের ফলে তিনি ফলাবর্তনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্টন ও এর বিনিয়োগ সংক্রান্ত যে কোন সমস্যা দ্রুত জানতে পারেন এবং তার আলোকে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারেন। ফলে তার ব্যবসায়ের সাফল্যের সম্ভাবনা নিশ্চিত হয়।

৭। **বিপনন কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন ঃ-** বিপননের আধুনিক ধারণা হলো ক্রেতাই রাজা (Customesr is the King)। তাই তাদের প্রয়োজন পছন্দ, ইচ্ছার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে পণ্য ও সেবা উৎপাদন, গুদামজাতকরণ এবং পরিবহনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে সঠিক ক্রেতার নিকট সঠিক পণ্য পৌঁছাতে হয়। একাজে শিল্পোদ্যোক্তা সংক্রান্ত তাত্বিক জ্ঞান তাকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করে থাকে।

৮। **যোগাযোগ, সম্পর্ক সৃষ্টি ও উন্নয়ন ঃ-** শিল্পের সাফল্য নিশ্চিতের জন্য শিল্পোদ্যোক্তাকে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারির সাথে এবং বাহ্যিক বিভিন্ন পক্ষ, যেমন- ক্রেতা, ভোক্তা, প্রতিযোগী, সরবরাহকারী, সংশ্লিষ্ট সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, প্রয়োজনে বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হয়। এজন্য শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োজন হয়।

৯। **দক্ষ অফিস কার্য সম্পাদন ঃ-** অফিস প্রতিষ্ঠানের মূল চালিকা শক্তি। অফিস কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনা ও ব্যবস্থাপনার উপরই প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সাফল্য নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত তাত্ত্বিকজ্ঞান তাকে দক্ষতার সাথে অফিস কার্য সম্পাদন ও ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে থাকে।

উপরে বিস্তারিত আলোচনা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, একজন শিল্পোদ্যোক্তার জন্য শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার, প্রয়োজন কতো বেশি। এ সংক্রান্ত শিক্ষা, তাত্ত্বিক জ্ঞান যার যতো বেশি হবে, তার শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সম্ভাবনাও ততো বেশি হয়ে থাকে।

পাঠ সংক্ষেপ

উন্নয়নশীল দেশে একজন শিল্পোদ্যোক্তার অনেক গুরত্বপূর্ণ কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে, যার মধ্যে রয়েছে, পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা, উদ্যোগ গ্রহন, অর্থ সংস্থান, ঝুঁকি গ্রহন, সাংগঠিনক কার্যাবলি সম্পাদন, পরিচালনা-ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, নতুন পণ্য ও সেবা উৎপাদন, বিপনন কার্যাবলি সম্পাদন, সর্বোত্তম প্রযুক্তি ও কাঁচামাল ব্যবহার, যোগাযোগ ও সম্পর্ক সৃষ্টি এবং উন্নয়ন, সুনিপুন অফিস কার্যসম্পাদন, সম্পদের সুষম বন্টনও গতিশীলতা বৃদ্ধি, অগ্র-পশ্চাদ সংযোগ শিল্প প্রতিষ্ঠা,আঞ্চলিক উন্নয়ন, বৈদেশিক বানিজ্যিক গতিশীলতা বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একটি উন্নয়নশীল দেশে শিল্পোদ্যোক্তার কার্যাবলি আলোচনা করুন।

২। শিল্পোদ্যোগ সংক্রান্ত শিক্ষার আবশ্যকীয়তা বা প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।